❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ❑ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ❑ সার্বিক সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব বসতি দিবস' ২০২৩ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর অভিষ্ট ১১-তে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নিম্নবিত্তদের আবাসন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Resilient Urban Economics. Cities as Drivers of Growth and Recovery' অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ইণ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম নিয়ামক। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান (ড্যাপ ২০২২-৩৫) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য, পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে। অমি আশা করি, আগামী দিনের নগর হবে দুর্যোগ সহনশীল এবং ভবন নির্মাণবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আবাসন হবে নিরাপদ।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের মতো এবারো সাড়ম্বরে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Resilient Urban Economies. Cities as Drivers of Growth and Recovery". বাংলায় এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে, "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি সেদেশের নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সাম্প্রতিক করোনা মহামারির কারনে সারা বিশ্বে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শহর ও নগরসমূহ মাসের পর মাস লকডাউনে স্থবির হয়ে থাকে। এতে পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত সকল দেশ অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংকট উত্তরণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে দেশের করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শুরু হয় নতুন তৎপরতা।

করোনা মহামারীর অভিঘাত কাটিয়ে উঠতেন না উঠতেই শুরু হয় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে পাল্টাপাল্টি স্যাংশন আরোপের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা দেয় জ্বালানি সংকট, দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি, উচ্চ মূদ্রাস্ফীতি ও নিম্নমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অনেক দেশই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে পতিত হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে আবাসন শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়। নতুন করে অনেক দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। এই সংকট উত্তরণে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার যথেষ্ট সফলতার সাথে এ সংকট মোকাবিলা করছে। বিশ্ব অর্থনীতির সংকটময় এ পরিস্থিতিতেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃত্তি ৭.১ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামো, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ উন্নয়নের মৌলিক সূচকসমূহ যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মত বৃহৎ বাজেটের মেগা প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের আবাসন খাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ভূমি বরাদ্দ ও গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয় কেন্দ্র। নিজ দেশে নির্যাতিত ও গণহত্যার স্বীকার ১০ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বহুসংখ্যক বহুতল ভবন। বিপুল সংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিকদের আবাসন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। রাজধানীর মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩ টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ২৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলমান উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করবে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি হবে দেশের এই আর্থিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এই কর্মসূচি সফল করতে যাদের অক্লান্ত শ্রম, তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শরীফ আহমেদ এমপি।

সভাপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাণী

বিশ্বের অনান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Resilient Urban Economies. Cities as drivers of growth and recovery" যার বাংলা রূপ "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি যুগোপযোগী এবং যথাযথ বলে আমি মনে করি।

নগরই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। প্রাচীন কাল থেকেই নগরগুলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আধুনিক নগরায়ণে অসংখ্য সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও ভৌত অবকাঠামো, বাণিজ্যসেবা সমূহের সহজপ্রাপ্যতা, বহুমুখী দক্ষ জনশক্তির কারণেই মূলত নগরকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নগরায়ণ ও উন্নয়ন অত্যন্ত ইতিবাচক ও ঘনিষ্ঠভাবে সর্ম্পকযুক্ত। বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের অভিযাত্রায় আগামী দিনগুলোতে নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরে এখন "স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে বর্তমান সরকার, যেখানে নাগরিকেরা যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালন করবে। যার ফলে ভবিষ্যৎ স্মার্ট সাশ্রয়ী, টেকসই. জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"। এ লক্ষ্যে সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও নিরাপদ আবাস গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম দর্শন। রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সফল বাস্তবায়ন, সর্বোপরি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি

দুর্যোগ সহনীয় একটি মানবিক শহর গড়ার প্রত্যয়ে

মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, বিপিএএ

মানুষ সামাজিক জীব। সুপ্রাচীনকাল হতে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মরক্ষার্থে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছে মানুষ। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ একত্রিত হয়ে বসতি স্থাপন শুরু করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বসতি স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সময়ের আবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ এবং নগর বসতি। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও গ্রামীণ এবং নগর বসতির ধারা বিদ্যমান। পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে বসতি গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনেই বসতি সৃষ্টি।

মানব বসতির ইতিহাস: বাংলায় মানব বসতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলায় মানব বসতি ক্রমবিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভূমির উচ্চতার বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর অন্যতম কারণ ছিলো সমগ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলার অধিকাংশ স্থানই ছিল হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ বন জঙ্গল ও জলাভূমিতে আচ্ছাদিত। এমনকি ঐতিহাসিক সময়কালে অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মানুষের বিচরণের জন্য অনুপযুক্ত। পরবর্তীতে মুঘল সময়কালেও গাঙ্গেয় সমভূমির বেশিরভাগ এলাকা ছিল বন জঙ্গলে পূর্ণ এবং এসকল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির মধ্য দিয়ে মানুষের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত ধীরগতিতে সংগঠিত হয়েছিল। এভাবে বলা যায় বাংলার অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও উত্থিত ভূমিগুলিতে আদি বসতি গড়ে উঠেছিল। বসতির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে টারশিয়ারী পর্বতসমূহ এবং প্লাইস্টোসিন সোপানসমূহে সম্ভাব্য মানব বসবাস অপেক্ষাকৃত অধিকতর ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৪র্থ শতক পর্যন্ত সমগ্র ভারত ১৬টি মহাজনপদে বিদ্যমান ছিল। সম্রাট অশোকের শাসনামলে ও পরবর্তী হিন্দু যুগসমূহে পুণ্ড্র ও বঙ্গ এবং গুপ্ত শাসনামলে দক্ষিণ মধ্য ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত সমতট অঞ্চল প্রভৃতি সমৃদ্ধ বসতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। খ্রিষ্ট পরবর্তী চতুর্থ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের সমভূমিতে অবস্থিত অধিকাংশ বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং পঞ্চম হতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে সুন্দরবন, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের উর্বর নিম্নভূমিতে বসতি সম্প্রসারিত হয়।

তখন এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বসতি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠে। যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু হয়। তখন বাংলার প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ এলাকা বসতির আওতাভুক্ত ছিল এবং অবশিষ্ট এলাকা বন ও জলাভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উপনিবেশিক শক্তি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ আন্তঃআঞ্চলিক জনসংখ্যা স্থানান্তরে প্রভাব রেখেছিল।

আন্তর্জাতিক বসতি দিবস ও বাংলাদেশ: প্রতিবছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার সারাবিশ্বে এই দিবসটি পালিত হয়। ১৯৮৫ সালে এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। বিশ্বজুড়ে সব মানুষের নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতের জন্য সচেতনতা বাড়াতে ১৯৮৬ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Resilent urban economies cities as drivers of growth and recovery" অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি'। আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এর সাথে মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থানসহ নানা উপাদান জড়িত থাকে। আবাসন মানুষের আকাঙ্কার সাথে মানানসই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রামকে শহর ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নগর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার প্রত্যেক গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌছে দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়ণের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে আবাসনের যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসন খাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উন্নতর নগরায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

ঢাকায় পরিকল্পিত বসতি স্থাপনে রাজউকের ভূমিকা: প্রত্নতাত্তিক প্রমাণ নির্ভর সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, প্রায় ৮০০ বছর আগেই ঢাকায় নাগরিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল এবং প্রায় ৬০০ বছর আগে সুলতানি যুগে স্বাধীন সুলতানি বাংলার একটি ইকলিম বা প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকার পুরনো ইতিহাস গৌরবময়।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুরুত্ব মুঘল: পূর্ব যুগেও ছিল তবে শহরটি মূলত প্রসিদ্ধ লাভ করে মুঘল যুগে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঢাকায় আধুনিক ধারার নাগরিক সেবা আরম্ভ হয় উনিশ শতকের শেষ ভাগে, ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নামে পরিচালিত হয়। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকা। দ্রুত নগরায়ণ ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আবাসনের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে। তৎকালীন ডি.আই.ডি বর্তমানে রাজউক ষাটের দশক হতে অদ্যাবদি রাজধানীতে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রম ও পেশাজীবী মানুষের আবাসন ও ব্যবসার সুবিধার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসেছে, গড়ে তুলেছে একের পর এক আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প এলাকা। রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোতে আধুনিক নগরীর অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবার জন্য নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যে আবাসন যোগানে রাজউক নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়ের মানুষের জন্য এপার্টমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের মাধ্যমে রাজউক ঢাকা মহানগরীতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন, জলাধার নির্মাণ, পার্ক ও খেলার মাঠসহ একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রশমিত করে বিভিন্ন এলাকায় সুষম উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মেট্রোপলিটন এলাকাকে একটি বাসযোগ্য এবং কার্যকরী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে রাজউক কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা' (ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) (২০২২-২০৩৫) চূড়ান্ত করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে রাজধানী শহরের জন্য সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশলের সমন্বয়েই বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন এর ১১ নং লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ ও মূল্য সাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন করতে বলা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজউক বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর ভবনসমূহের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই কাঠামো নিশ্চিতকল্পে ঝুঁকি-সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং নিরাপদ নির্মাণ অনুশীলন এর কার্যক্রম শুরু করেছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থাপনা, পুলিশ স্টেশন, ফায়ার স্টেশন, সিটি হল এবং সরকারি ভবনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নির্মাণমান ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ পরিচালিত করছে। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ, সাশ্রয়ী আবাসন উন্নয়ন, ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এবং তা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীকে একটি সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত নগরী হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে রাজউক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, যেমন-সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০- ২০২৫) সাশ্রয়ী মূল্যের নগর আবাসনকে জোর দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আবাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সরকার জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা ২০১৬ অনুমোদন করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্য দিয়ে ভূমি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শ্লোগানটির বাস্তবে রূপদান করা হচ্ছে। "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) রূপকল্প ২০২১ কে বাস্তবে পরিণত করা"-আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সেবার জন্য পূরণ না হওয়া চাহিদা ও নতুন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়নের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষত স্বল্প ব্যয়যুক্ত আবাসন ও নির্মাণ সামগ্রীর শিল্পের বিকাশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবাসন ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নগর পরিকল্পনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর দিয়ে আবাসন সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। কৃষিজমি ও আবাসনের জন্য জমির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বড়ো শহরগুলোতে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। নিরাপদ পরিবেশ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র মোচনের রহস্য হলো বর্তমান সরকারের তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতিকৌশল এবং নানা ইতিবাচক উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুকন্যা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া), বেদে, ভিক্ষুক, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বান্দাবাড়ী সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিকল্পিত আবাসন ও রাজউকঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৫(ক)-এ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তায় বিধান রেখেছে। তন্মধ্যে বাসস্থান মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। রাজউক রাজধানীবাসীর বাসস্থানের চাহিদাপূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তৎকালীন ডি.আই.ডি বর্তমানে রাজউক ষাটের দ